Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিচার্জের বিষয়ঃ

নারী শিক্ষা ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৩৪৪

তারিখঃ ৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নারী শিক্ষা ও ইসলাম" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিনা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৩৪৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

এক্সটারনালঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নারী শিক্ষা ও ইসলাম" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোনো ব্যক্তি এই শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তানজিনা আক্তার

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তানজিনা আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৩৪৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

Islamic Online Madrasah - IOM

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিস্তারিত	পেজ
অধ্যায় ১	ভূমিকা--	৫
অধ্যায় ২	ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব-----------------------------------	৭
অধ্যায় ৩	ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার--------------------------------	১০
অধ্যায় ৪	কোরআনের আলোকে নারী শিক্ষা---------------------------------	১৬
অধ্যায় ৫	হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষা------------------------------------	২০
অধ্যায় ৬	প্রাথমিক ইসলামি যুগে মুসলিম নারী শিক্ষাবিদগন-----------------	২৩
অধ্যায় ৭	মুসলিম বিশ্বে নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্র----------------------------	২৭
অধ্যায় ৮	বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাস-------------------------	২৯
অধ্যায় ৯	আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি সংস্কার-----------------------------	৩২
অধ্যায় ১০	উপসংহার---	৩৭
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	--	৩৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা

শিক্ষা মানবজাতির অন্যতম মৌলিক অধিকার। সমাজের প্রতিটি সদস্যের, নারী হোক বা পুরুষ, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করা একটি সভ্য সমাজের দায়িত্ব। বিশ্বের প্রায় দেড়শো কোটি মুসলিমের জীবনের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। এই দুটি উৎসই নারী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের প্রথম নির্দেশ ছিলো "ٱقْرَأْ" অর্থাৎ পড়ো। আল্লাহ বলেন,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"

– সূরা আ'লাক, আয়াত-১

এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও দর্শন। এই নির্দেশ কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা শ্রেনীর জন্য নয়। এটি সমগ্র মানবজাতি তথা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম মূহুর্ত থেকেই জ্ঞান অন্বেষন প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য ফরজ বা আবশ্যক করা হয়েছে।

তবে আমরা অবাক হয়ে দেখতে পাই আজও পৃথিবীর বহু সংখ্যক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও অঞ্চলে নারী শিক্ষাকে নিরুতসাহিত করা হয়। নারীরা বিভিন্নভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। কোথাও সামাজিক রিতিনীতি, কোথাও ধর্মিও যুক্তি, কোথাও পারিবারিক চাপ ইত্যাদি। এই পরিস্থিতি কি সত্যিই ইসলাম সম্মত? কুরআন ও সুন্নাহ কি এভাবে নারী শিক্ষাকে সীমিত করেছে? নাকি এটি মানুষের তৈরি ব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া বিধান?

এই গবেষনাণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ করা। কোরআন, হাদিস, সাহাবিদের জীবন এবং আধুনিক ইসলামিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে আমরা দেখাতে চাই যে ইসলাম নারী শিক্ষার পক্ষে একটি ব্যাপক প্রগতিশীল অবস্থান গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ, যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম, সেখানে নারী শিক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে গ্রামীণ অঞ্চলে এবং রক্ষণশীল পরিবারগুলোতে এখনো নারী শিক্ষা নিয়ে নানা সংশয় ও বিরোধিতা বিদ্যমান। এই বিরোধিতার বেশিরভাগই ধর্মীয় ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

ধর্মীয় পণ্ডিত, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ মুসলিম পরিবারের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন যে ইসলাম শুধু নারী শিক্ষার অনুমতি দেয় না, বরং তা নারীর উপর ফরজ করে দেয়। এই গবেষণা সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এই গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে নারী শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক চলছে। এই গবেষণাটি সেই বিতর্কে ইসলামী প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরে।

এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা।
- ইসলামের ইতিহাসে নারী পণ্ডিতদের অবদান তুলে ধরা।
- নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত ধর্মীয় যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নারী শিক্ষার একটি কার্যকর কাঠামো প্রস্তাব করা।
- মুসলিম পরিবার ও সমাজে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলামী প্রেরণার উৎস চিহ্নিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামী জীবনদর্শনে জ্ঞান অর্জন কেবল একটি সামাজিক অধিকার বা সুযোগ নয়, বরং এটি মানুষের আত্মিক ও পার্থিব জীবনের এক অপরিহার্য স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনে 'ইলম' বা জ্ঞান শব্দটি এবং এর বিভিন্ন রূপ প্রায় সাতশোরও বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে কতটা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

২.১ জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ

ইসলামী শরীয়তে জ্ঞানার্জনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন:

> *"জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ"*
>
> *— সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪*

এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, শিক্ষা গ্রহণ করা ইসলামে কোনো ঐচ্ছিক বা বিলাসী বিষয় নয়; বরং এটি একটি আবশ্যিক কর্তব্য, যা পালন করা প্রতিটি মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব।

২.২ সমতা ও সুযোগের অধিকার

ইসলামী শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো—যেসব ধর্মীয় বিধান পুরুষের ওপর ফরজ, সেগুলো নারীর ওপরেও সমানভাবে প্রযোজ্য। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী পণ্ডিতদের (ওলামায়ে কেরাম) মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, নারীদের জন্য দ্বীনি ইলম এবং জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা 'ফরজে আইন' (ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যক)।

- **অধিকারের অভিন্নতা:** ইসলামে নারী ও পুরুষের শিক্ষার অধিকার সমান। মহানবী (সা.) নারী ও শিশু—উভয় শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনতে শিক্ষার ভূমিকাকে অগ্রগণ্য করেছেন।

- **মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব:** সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান আহরণ ও তা বিতরণের বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন, যা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরার মর্যাদা এনে দেয়।

২.৩ জ্ঞানের মর্যাদা

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরশাদ করেন:

وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে,
তাদের মর্যাদা বহুগুণে উন্নীত করবেন।"

— সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান মাপকাঠি হলো ঈমান ও জ্ঞান। এখানে কোনো লিঙ্গভেদ নেই; একজন নারী যদি জ্ঞান অর্জন করেন, তবে তিনিও এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরও একটি চমৎকার প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, যা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

*“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-
বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।”*

— সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯

আল্লাহর এই প্রশ্নটি আসলে একটি সুস্পষ্ট বার্তা বহন করে। জ্ঞান মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। অতএব, নারীদের জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখা মূলত আল্লাহ প্রদত্ত এই মহান মর্যাদা থেকে তাদের বঞ্চিত করার শামিল।

আদি পিতা আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি: সৃষ্টির সূচনালগ্নে ফেরেশতাদের ওপর হযরত আদম (আ.)-এর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল, তার মূল ভিত্তিই ছিল 'জ্ঞান'। আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম

সকল বস্তুর নাম ও পরিচয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানব জীবনের সূচনা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মূল রহস্যই লুকিয়ে আছে জ্ঞানচর্চায়।

২.৪ ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান

ইসলাম জ্ঞানকে কোনো সংকীর্ণ ফ্রেমে বন্দি করেনি। এখানে যেমন আত্মিক মুক্তির জন্য 'দ্বীনি জ্ঞান' জরুরি, তেমনি সমাজ ও পৃথিবীর কল্যাণের জন্য 'পার্থিব বা প্রায়োগিক জ্ঞান'-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে পারে, তেমনি মানবসেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষা হলো মানবজীবনের মূল ভিত্তি। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষই সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারেন, কুসংস্কার মুক্ত থাকতে পারেন এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। বর্তমান বিশ্বে যেখানে অজ্ঞতা ও উগ্রবাদ ইসলামের প্রকৃত রূপকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে, সেখানে ইসলামের এই শাশ্বত জ্ঞানচর্চার বার্তা পুনরুজ্জীবিত করা সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল এক ঐতিহাসিক বিপ্লব। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, ষষ্ঠ শতকের আরব সমাজে নারীদের জীবনের কোনো সামাজিক বা মানবিক মূল্য ছিল না। কন্যাশিশুর জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হতো এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো মর্মান্তিক প্রথাও প্রচলিত ছিল।

আধুনিক বিশ্ব সমাজব্যবস্থা নারীকে যেসব অধিকার মাত্র গত কয়েক শতাব্দীতে দিয়েছে, ইসলাম তা ১৪০০ বছর আগেই সুনিশ্চিত করেছে। ইসলামে নারীর মর্যাদাকে মহান আল্লাহ অত্যন্ত ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং নারীকে পুরুষের জীবনের সমকক্ষ ও পরিপূরক জীবনসঙ্গিনী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৩.১ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর মৌলিক মর্যাদা

ইসলাম নারীকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নারীর মর্যাদা, অধিকার এবং দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনসঙ্গিনীকে একই উপাদান হতে সৃষ্টি করেছেন"

- সুরা নিসা, আয়াত: ১

কুরআন নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকারের সমতা নিশ্চিত করে আরও বলেছে:

"নারীদের (পুরুষদের উপর) তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমনি রয়েছে নারীদের উপর পুরুষদের"

– সুরা আল বাকারা: ২২৮

জান্নাতের অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে, তাকে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তিই দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোকই প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে রিযক দেওয়া হবে অপরিমিত”.

– সুরা গাফির, আয়াত: ৪০

নারী ও পুরুষ উভয়েই আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম) হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন "পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই", তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ছিল।

৩.২ নারীর অধিকারসমূহ:

৩.২.১ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা.) জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ ঘোষণা করেছেন। মসজিদে নববীতে যখন তিনি দ্বীনি আলোচনা করতেন, তখন নারীদের জন্যও আলাদা বসার ও প্রশ্ন করার ব্যবস্থা থাকত। নবীজি (সা.) সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনতে নারী শিক্ষার ভূমিকাকে সর্বদাই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৩.২.২ বিয়ের ব্যাপারে সম্মতির অধিকার

নবীজি (সা.) ঘোষণা করেন যে, বিধবা হোক বা কুমারী, কোনো নারীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া যাবে না । নারী কবুল না বলা পর্যন্ত বিয়ে সম্পন্ন হবে না এবং সেটা হতে হবে স্বেচ্ছায়।

৩.২.৩ স্বীয় পেশার ও কর্মের অধিকার

নবীজি (সা.) নারীকে কেবল উপার্জনের অধিকারই দেননি, তার বাস্তব প্রয়োগও দেখিয়েছেন। ইসলামী ইতিহাসে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছেন। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে নারী সাহাবী রুফাইদা বিনতে সা'দ (রা.)-এর ফিল্ড হাসপাতালে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার জন্য স্বয়ং নবীজি (সা.) আহতদের পাঠাতেন।

৩.২.৪ নিজের উপার্জনের ওপর অধিকার

নবীজি (সা.) নারীকে কর্মের অধিকারই শুধু দেননি, নিজ উপার্জিত অর্থের ওপরও তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন । একজন নারী যদি তার উপর্জিত অর্থ তার স্বামীকে স্বেচ্ছায় না দেয়, তবে সেই অর্থে পুরুষের অধিকার নেই।

৩.২.৫ উত্তরাধিকারের অধিকার

সেকালে বাবার সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার ছিল না । বিশ্বে নবীজি (সা.)ই প্রথম নারীকে এই অধিকার দেন । এটি ইসলামের এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ছিল।

৩.২.৬ পিতৃপরিচয় সংরক্ষণের অধিকার

ইউরোপে নারীরা কুমারী নাম সংরক্ষণের অধিকার পেয়েছে গত শতাব্দীতে এসে । অথচ এই অধিকার নবীজি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন ১৪শত বছর আগে । আয়েশা মুহাম্মদ নয়, আয়েশা সিদ্দিকা নামে আজীবন পরিচিত থেকেছেন নবীজির (সা.) সহধর্মিনী ।

৩.৩ মা হিসেবে নারীর বিশেষ মর্যাদা

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে ।

নবীজির (সা.) একটি বিখ্যাত হাদিস হলো:

"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"

এই হাদিসে বাবার ক্ষেত্রে এটা বলা হয়নি! সন্তানের কাছ থেকে সুন্দর ব্যবহার ও সেবা পাওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রেও মাকে তিনি স্থান দিয়েছেন বাবার উপরে ।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল,

“হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যক্তি কে”?

তিনি বললেন, তোমার মা।

লোকটি আবার বললেন, তারপর কে?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা।

লোকটি আবার বললেন, তারপর কে?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা।

লোকটি আবারো বললেন, তারপর কে?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার পিতা।”

– বুখারি, আদাবুল মুফরিদ; ৫৯৭১, মুসলিম; ৮৫

নবীজি (সা.) মায়ের খেদমতের কথা **তিন বার** বলেছেন এবং পিতার কথা বলেছেন একবার ।

ইসলামে একজন নারী একজন পুরুষের চেয়ে **তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধাভাজন** । এই মর্যাদা পুরুষকে দেওয়া হয়নি ।

৩.৪ কন্যা হিসেবে মর্যাদা

মেয়ে শিশু বরকত ও কল্যাণের প্রতীক । এক হাদিসে এসেছে,

“যার তিন জন কন্যা সন্তান হবে আর সে তাদের আবাসের ব্যবস্থা করবে, মমতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের ভার বহন করবে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত। জিজ্ঞেস করা হলো-ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি দুইজন হয়? বললেন, দুইজন হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণের কারো কারো ধারণা হলো- ‘যদি কেউ বলত একজন হলে? তাহলে নবীজি বলতেন, একজন হলেও”।

– মুসনাদে আহমদ: ১৪২৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৩৪৬

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে”

– তিরমিজি ১৯১৩

৩.৪ বোন হিসেবে মর্যাদা

বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন ।

৩.৬ স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা

কুরআনে বলা হয়েছে:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোষাক, আর তোমরা তাদের পোষাক"

-সূরা বাকারাঃ ১৮৭

উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক । নবীজি (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"

৩.৭ কুরআনে নারীর উল্লেখ

পবিত্র কুরআনে নারীর উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

শব্দ	উল্লেখ সংখ্যা
'নিসা' (মহিলা)	৫৭ বার
'ইমরাআহ' (নারী)	২৬ বার

'নিসা' শিরোনামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরা রয়েছে ।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার অত্যন্ত উচ্চ এবং সম্পূর্ণ। ইসলাম নারীকে শুধু পুরুষের সম-অধিকার নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে নারীকে অধিক মর্যাদা দিয়েছে । পারিবারিক জীবনে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও সার্বিক মূল্যায়নে ইসলাম নারী জাতিকে পুরুষের অধিক মান-মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন ।

নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে । মহানবী (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে"

আজকের বিশ্বে যেখানে নারী নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য ও অধিকারহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে ইসলামের এই নারী অধিকার ও মর্যাদার বার্তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারী জাতির কল্যাণ ও সম্মান নিশ্চিত করতে হলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ।

চতুর্থ অধ্যায়

কোরআনের আলোকে নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষা ইসলামের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য অংশ। কোরআনের আলোকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে । কোরআনের নির্দেশও তাই—সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ।

৪.১ কোরআনের প্রথম ওহি ও নারী শিক্ষা

মহানবীর (সা.) কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল হয়, তার প্রথম শব্দ ছিল **'ইকরা'** অর্থাৎ 'পাঠ কর' । এই আয়াতটি সুরা আলাক, আয়াত ১-এ রয়েছে:

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

– সূরা আলাক: ১

এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে । সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে যেমন শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি নারীকেও শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন ।

প্রথম ওহির পরবর্তী আয়াতগুলোতেও কলম, শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছেঃ

"যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন; মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

— সূরা আলাক: ৪-৫

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে শিক্ষা মানব সভ্যতার উন্নতির মূল ভিত্তি। যেহেতু নারীও মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তার জন্য শিক্ষা লাভ সমানভাবে অপরিহার্য।

৪.২ কোরআনের সাধারণ নির্দেশাবলী ও নারী

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি । শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয়নি ।

যেমন:

- **কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:** "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে"
- **হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:** "তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর"

এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য ।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ غَفُوۡرٌ

" আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানের অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল"

– সূরা ফাতির: ২৮

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শুধু পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় । শিক্ষা ছাড়া আল্লাহকে চেনা যাবে না, আল্লাহর হুকুম মানা যাবে না, বিধায় শিক্ষা গ্রহণ করা প্রথম ও প্রধান ফরজ ।

পবিত্র কোরআনে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যা সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ।

আল্লাহ বলেন,

شَہِدَ اللّٰہُ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰـہَ اِلَّا ہُوَ ۙ وَالۡمَلٰٓئِکَۃُ وَاُولُوا الۡعِلۡمِ قَآئِمًۢا بِالۡقِسۡطِ

"আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন"

– সূরা আল-ইমরানঃ ১৮

এখানে ‘উলুল ইলম’ বা জ্ঞানীরা বলতে শুধু পুরুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, কেননা জ্ঞান নারী ও পুরুষ দুজনেরই প্রয়োজন। আল্লাহ,ফেরেস্তাদের পাশাপাশি জ্ঞানীদের বিষয়ে উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জ্ঞানীদের মর্যাদা কতটা উচ্চ তা ইঙ্গিত করেছেন। এই মর্যাদা অর্জনের সুযোগ নারীদেরও আছে।

আল্লাহ তাআ'লা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ

“তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে”।

– সূরা গাশিয়াহঃ ১৭

কোরআনে মানুষকে বারবার পর্যবেক্ষণ, চিন্তাভাবনা ও গবেষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আফালা (তারা কি নয়?), আফালা তা'কিলুন (তোমরা কি বুঝ না?), আফালা তাতাযাক্কারুন (তোমরা কি স্মরণ করো না?) এই ধরনের জিজ্ঞাসামূলক বাক্য কোরআনে বারবার এসেছে। এগুলো মূলত বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহ।

আল্লাহ আরো বলেছেন,

فَسۡـَٔلُوۡۤا اَہۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

“যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও”।

- সূরা আন-নাহলঃ ৪৩

এই আয়াতে ‘আহলাযযিকরি’ অর্থাৎ যারা জানেন তাদের জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। নারীরাও জ্ঞানী নারীদের কাছে প্রশ্ন করতে পারবেন। এটি কোরআনের স্বীকৃত পদ্ধতি। জ্ঞান অর্জন করা, জানা, বোঝা, শিক্ষা এগুলো নারীদের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৩ নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও শিক্ষা দান

নারীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এসেছে

"তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।"

– সূরা নিসা: ১৯

এই আয়াতটি নারীদের শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে । কারণ মা যদি মূর্খ হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বহুলাংশে মূর্খই থেকে যাবে ।

কোরআনের আলোকে নারী শিক্ষা ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। মহানবী (সা.)-এর প্রথম ওহি 'ইকরা' (পড়ো) স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সমানভাবে উদ্দেশ্য করে । কোরআন ও হাদীসে নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বলা না হলেও, শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ।

আজকের বিশ্বে যেখানে নারী শিক্ষার বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি রয়েছে, সেখানে কোরআনের এই নির্দেশনা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

পঞ্চম অধ্যায়

হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে বারবার নারীদের শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং নারীদের শিক্ষাদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাদের প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছিলেন।

৫.১ হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশনা: জ্ঞানার্জন ফরজ

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে বিখ্যাত ও সুস্পষ্ট হাদিসটি হলো:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।"

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪

এই হাদিসে 'মুসলিম' শব্দটি সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'مُسْلِمٍ' শব্দটি নর-নারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) এই হাদিস উল্লেখের পর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিক্ষার এই বাধ্যবাধকতা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ফলে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা কেবল তার অধিকার হরণ নয়, বরং ইসলামের একটি ফরজ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ।

৫.২ মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নারী শিক্ষা কার্যক্রম

ইতিহাসের পাতায় একটি অসাধারণ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। মদিনার আনসারী মহিলারা একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার কাছ থেকে সব জ্ঞান নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্যও একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করুন যেদিন আমরা আপনার কাছে আসতে পারব।"

- সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১০১

মহানবী (সা.) তাদের এই আবেদনকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য আলাদা একটি দিন নির্ধারণ করে দিলেন। সেই দিনে তিনি নারীদের সাথে বসে দ্বীনের বিভিন্ন বিধান শিক্ষা দিতেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে মহানবী (সা.) কেবল পুরুষদের শিক্ষা-গুরু ছিলেন না, বরং তিনি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সুনির্দিষ্টভাবে করেছিলেন।

৫.৩ কন্যাসন্তানের শিক্ষা - জান্নাতের পথ

মহানবী (সা.) কন্যাসন্তানের শিক্ষা দেওয়াকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। একাধিক হাদিসে তিনি কন্যাসন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষাকে জান্নাতের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

> *"যার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে, সে যদি তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শেখায়, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করে তাহলে সেই কন্যা জাহান্নামের আগুন থেকে তার পিতার জন্য ঢাল হবে।"*

– আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব; মুজামুল কাবির

> *"যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তান লালন-পালন করে (এবং শিক্ষিত করে) বালেগ হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে একসাথে থাকব।"*

– সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৩১

৫.৪ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ইবাদতের চেয়েও উচ্চে

মহানবী (সা.) জ্ঞানার্জনকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে তিনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন সাধারণ ইবাদতকারীর চেয়ে উঁচুতে স্থাপন করেছেন। এবং এই মর্যাদা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান।

> *"একজন আলিমের মর্যাদা একজন সাধারণ ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন পূর্ণ চাঁদের মর্যাদা অন্য সকল তারার উপর।"*

– সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪১

আজ মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে নারী শিক্ষার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু এই বিরোধিতা ইসলামী হাদিসের শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ইসলামী ইতিহাসবিদরা স্পষ্টভাবে বলেছেন, নারী

শিক্ষার বিরোধিতা সংস্কৃতির ফল, কুরআন বা সহিহ হাদিসের নির্দেশনা নয়। মহানবী (সা.)-এর কোনো একটি সহিহ হাদিসও নেই যেখানে নারীকে জ্ঞান অর্জন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বরং যত হাদিস আছে, সব একই দিকে নির্দেশ করে — জ্ঞান অর্জন করো, তুমি নারী হও বা পুরুষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাথমিক ইসলামি যুগে মুসলিম নারী শিক্ষাবিদগণ

৬.১ প্রথম যুগঃ সাহাবিয়াত (৭ম শতাব্দী)

হযরত আয়েশা বিনতে আবি বকর (রা.)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী পণ্ডিতদের একজন। তাঁর মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার মুসলিম উম্মার কাছে পৌঁছেছে। তিনি মোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে ১৭৩টি সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয়তেই রয়েছে।

আয়েশা (রা.) শুধু হাদীস বর্ণনায়ই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মুফতি, মানুষ তাঁর কাছে ফতোয়া নিতে আসত। তিনি ছিলেন একজন মুফাসসির, কুরআনের ব্যাখ্যা তিনি করতেন। তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, ইসলামী আইনশাস্ত্রে তাঁর গভীর দক্ষতা ছিল। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) বলেছেন: আয়েশা (রা.) ছিলেন সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।

হযরত আয়েশা (রা.) মহানবীর (সা.) হাদীস সংশোধনেও ভূমিকা পালন করেছেন। যখনই কোনো সাহাবী ভুলভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন, তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর মতো মহান সাহাবীরাও তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেছেন।

তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত উন্নত। তিনি নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা দিতেন। পর্দার আড়াল থেকেও তিনি পুরুষ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। মাশরুক ইবনে আজদা' বলেছেন: আমি আয়েশার (রা.) কাছ থেকে এমন জ্ঞান অর্জন করেছি যা অন্য কোথাও পাইনি।

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)

ইসলামের প্রথম মুসলিম ও মহানবী (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, যিনি সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আর্থিক সামর্থ্য ইসলামের প্রাথমিক প্রসারে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে তিনি নবীজিকে মানসিক ও বস্তুগত সহায়তা দিয়েছেন।

হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)

তিনি ছিলেন কুরআনের প্রথম লিখিত সংকলনের সংরক্ষক। খলিফা আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং শিফা বিনতে আবদুল্লাহর কাছে পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন।

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.)

মক্কার ইতিহাসে প্রথম মহিলা শিক্ষক। এমন সময়ে যখন মক্কায় মাত্র বিশজন মানুষ পড়তে ও লিখতে পারতেন, তখন তিনি এই দুষ্প্রাপ্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং হাফসা (রা.)-সহ অনেককে শিক্ষা দিয়েছিলেন। খলিফা উমর (রা.) তাঁকে মদিনার বাজারের প্রধান পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেন — ইসলামের ইতিহাসে একজন নারীর এই উচ্চপদে নিয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

৬.২ দ্বিতীয় যুগঃ তাবেইন (৭ম–৮ম শতাব্দী)

আমরা বিনতে আবদুর রহমান

তাবেইন যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী আলিম। শৈশব থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে বেড়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছাত্রী ছিলেন। হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে ইমাম জুহরি বলেছেন: "হাদিস শিখতে চাইলে আমরার কাছে যাও।" খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ মদিনার বিচারক আবু বকর ইবনে হাজমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করতে। একটি চুরির মামলায় তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী বিচারক রায় পরিবর্তন করেছিলেন।

উম্মুদ দারদা আস-সুগরা

প্রথম যুগের অসাধারণ নারী আলিম, যিনি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ও জেরুজালেমে নারী-পুরুষ উভয়কে প্রকাশ্যে শিক্ষা দিতেন। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, যার সাম্রাজ্য স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন। হাদিস, তাফসির ও ইসলামী আইনশাস্ত্রে তাঁর গভীর পারদর্শিতা ছিল।

হাফসা বিনতে সিরিন

বসরার বিখ্যাত তাবেই আলিম ইবনে সিরিনের বোন। ইসলামে নারী তপস্বিতার ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর গভীর পরহেজগারি ও হাদিস জ্ঞান তাঁকে সমসাময়িক আলিমদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান করে তুলেছিল। সতেরোটি হাদিস তাঁর সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৬.৩ তৃতীয় যুগ — মধ্যযুগ (৯ম–১৫শ শতাব্দী)

ফাতিমা আল-ফিহরি

পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আল-কারাউইয়্যিনের (জামেয়া আল-কারাউইয়্যিন) প্রতিষ্ঠাত্রী। ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফেজ শহরে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও চালু আছে। তিউনিসিয়া থেকে পরিবার সহ মরক্কোতে আসেন এবং উত্তরাধিকারে পাওয়া সম্পদ দিয়ে মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেন। এটি তাঁর পিতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

কারিমা আল-মারওয়াজিয়া

তাঁর যুগে সহিহ বুখারির সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত। আবু যার আল-হারাওয়ি তাঁর ছাত্রদের বলতেন: "কেবল কারিমার কাছ থেকে বুখারি পড়ো।" হাজার হাজার তালিবে ইলম মক্কায় তাঁর কাছে সহিহ বুখারি পড়তে আসতেন। খতিব আল-বাগদাদি ও আল-হুমাইদিসহ বড় বড় মুহাদ্দিসরা তাঁর ছাত্র ছিলেন।

যায়নাব বিনতে আল-কামাল

মামলুক যুগের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিসা। মাত্র এক বছর বয়সে প্রথম ইজাজা (শিক্ষাদানের সনদ) লাভ করেন এবং ছয় বছর বয়সের মধ্যে আলেপ্পো, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো ও শামের আলিমদের কাছ থেকে ইজাজা সংগ্রহ করেন। বিশাল পরিমাণ ইজাজা সংগ্রহ করায় তিনি "বিনতে আল-কামাল" নামে খ্যাত হন। ইমাম যাহাবিসহ বহু প্রখ্যাত আলিম তাঁর শিক্ষার্থী ছিলেন।

ফাতিমা আল-জাওজদানিয়া

ইরানের ইসফাহানের মহান হাদিস আলিম। তাবারানির বিশাল হাদিস গ্রন্থ 'মুজামুল কাবির' যা ৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত তিনি মূল সনদের একদম উপরের স্তর থেকে পড়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে

বহুবার তাঁর ছাত্রদের পড়িয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত কোনো আলিম এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ শিক্ষকের কাছ থেকে পড়তে পারেননি।

আয়েশা বিনতে আবদুল হাদি

মামলুক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসাদের একজন হিসেবে ঐতিহাসিকদের দ্বারা স্বীকৃত। ইবনে হাজার আল-আসকালানি যিনি বুখারির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন। হাদিস বিজ্ঞানে তাঁর অবদান ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি ১৫ বছরের গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে ইসলামের ইতিহাসে ৯,০০০-এরও বেশি নারী মুহাদ্দিসা ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো — ইমাম যাহাবি বলেছেন: "ইতিহাসে কোনো নারীকে কখনো হাদিস জালকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়নি।" এই বিদুষী নারীরা শুধু নারীদের নয়, বড় বড় পুরুষ আলিমদেরও শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ইজাজা প্রদান করতেন, মসজিদে দারস দিতেন এবং বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রেও অবদান রাখতেন।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম বিশ্বে নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্র

মুসলিম বিশ্বে নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি জটিল ও বৈচিত্র্যময়। ইসলাম শিক্ষাকে অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে বেশি জোর দেয় এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য ছাড়াই একে প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য অধিকার বলে মনে করে । একটি সমাজের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষা পুরুষদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ । তবুও বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য প্রায়শই ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি প্রচলিত অভিযোগ হিসেবে যুক্ত করা হয় ।

৭.১ নির্বাচিত মুসলিম দেশে নারী সাক্ষরতার হার (UNESCO 2022–24)

সূত্র: World Bank / UNESCO Institute for Statistics 2022–24

৭.২ আঞ্চলিক বাস্তব চিত্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

মালয়েশিয়ায় প্রায় সব স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলে সমানসংখ্যক। প্রাথমিক ভর্তি হার ৯৪%। ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সফল সমন্বয়।

উপসাগরীয় অঞ্চল

কাতার ও কুয়েতে নারীরা উচ্চশিক্ষায় পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন। কাতারে তরুণী বয়সীরা তরুণদের চেয়ে ১৭% বেশি উচ্চশিক্ষায়। Imam Abdulrahman Bin Faisal বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে ৮১%।

মধ্যপ্রাচ্য

জর্ডান, আলজেরিয়া ও লেবাননে উচ্চশিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা অর্জিত। বিজ্ঞান বিভাগেও নারীদের অংশগ্রহণ পশ্চিমা অনেক দেশের চেয়ে বেশি। তুরস্ক লিঙ্গ-ব্যবধান প্রায় দূর করেছে। ইয়েমেনে মাত্র ৪৩% নারী সাক্ষর। চলমান যুদ্ধ ও দারিদ্র্য শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। মোট প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা ৫৩%।

দক্ষিণ এশিয়া

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে মেয়ে বেশি। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও লিঙ্গ-সমতায় ব্যাপক উন্নতি। Global Gender Gap Index-এ বাংলাদেশ (৭৫তম) পাকিস্তান (১৩৫তম) ও ইরান (১৩০তম) থেকে অনেক এগিয়ে।

মধ্য এশিয়া

কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান

বিশ্বের ১০০% সাক্ষরতার ২৫টি দেশের মধ্যে পাঁচটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চল থেকে। সোভিয়েত আমলের শিক্ষা-বিনিয়োগের ফলাফল আজও কার্যকর।

৭.৩ ইরান — বিস্ময়কর সাফল্যের গল্প

ইরান শিক্ষায় অসাধারণ অগ্রগতি করেছে। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর নারী সাক্ষরতা ছিল মাত্র ৩৫%, আজ তরুণী প্রজন্মে (১৫–২৪) তা ৯৯%। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪২% নারী উচ্চশিক্ষায় যান, পুরুষের ক্ষেত্রে মাত্র ২৯%। ইরানে STEM বিভাগে নারী গ্র্যাজুয়েটের হার যুক্তরাষ্ট্র (১২.৭%) থেকে অনেক বেশি, প্রায় ৩৫%।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাস

বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং বহু স্তরবিশিষ্ট। মুঘল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের যুগ, প্রতিটি পর্যায়েই নারী শিক্ষার একটি ভিন্ন চিত্র দেখা যায়।

মুঘল আমলে ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের বেগমরা প্রায়ই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং সাহিত্য, শিল্পকলা ও রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। সম্রাট আকবরের পরামর্শদাতা হিসেবে বেগম মারিয়াম মাখানির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলিম সমাজে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি ভাঙন দেখা যায়। ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের তুলনামূলক কম প্রবেশাধিকার।

৮.১ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পরিবেশ

৮.১.১ মুসলিম আমলে নারী শিক্ষা

ছোটবেলা থেকে আমাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয় যে, মধ্যযুগ তথা মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের মুসলিম নারীরা নাকি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা নাকি ছিল অশিক্ষিত মূর্খ। পরে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাকি নারীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে ।

কিন্তু ইতিহাস তা বলে না। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এম এ রহিম তার গ্রন্থ "বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস”-এ মুসলিম আমলে নারীশিক্ষার বিষয়টি ভালোভাবে আলোকপাত করেছেন ।

মুসলিম আমলে নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্র:

মুসলিমরা ছেলেদের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কন্যাকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা তখনকার সময়ে পিতা-মাতারা ধর্মীয় কর্তব্য মনে করতেন। নারীদের কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাটা গ্রহণ করা এক প্রকার বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছিল সামাজিকভাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত সাধারণত।

মুসলিম আমলে নারীরা অনেক বেশি শিক্ষিতা ও সংস্কৃতিবান ছিলেন ।

৮.১.২ ব্রিটিশ আমলে নারী শিক্ষার সূচনা

রবার্ট মে নামে একজন ইংরেজ মিশনারী ১৮১৮ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টিই মেয়েদের জন্য স্থাপিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৮.১.৩ চট্টগ্রামে মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাস

১৯১৩ সালে ইব্রাহীম কন্ট্রাক্টর নিজ গ্রামে মেয়েদের জন্য একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নিজের তিন কন্যাকে ঐ স্কুলে ভর্তি করে দেন । তবে চট্টগ্রামে যথার্থ মুসলিম নারী শিক্ষা শুরু হয় যখন ১৯২২ সালে আম্বিয়া খাতুন নামে এক মহীয়সী নারী 'চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । যা পরবর্তীতে গুলজার বেগম গার্লস হাইস্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে । এটাই চট্টগ্রামে আধুনিক নারী শিক্ষার যাত্রা শুরু ।

৮.২ দেশভাগের পরের অধ্যায় (১৯৪৭ পরবর্তী)

দেশভাগের পর একটি সৃজনশীল প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে পঞ্চাশের দশকে। তাঁরা দেশের উন্নয়নের ভিত হয়ে দাঁড়ান। আর এই ভিত গড়ার মিছিলে মুসলিম নারীরাও অবদান রেখেছেন ।

ওই সময় মুসলিম নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া সহজ ছিল না । অনেক চড়াই-উতরাই, প্রতিকূলতা পেরিয়ে যাঁরা শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁরা স্বকীয়তা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন ।

৮.৩ বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ

স্বাধীন বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের সমান বা বেশি। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতি ইতিবাচক।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীরা এগিয়ে আসছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায়ও মেয়েদের আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।

তবে এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কিশোরী মেয়েদের ঝরে পড়ার হার এখনো উদ্বেগজনক। মাদ্রাসা শিক্ষায় মেয়েদের জন্য আধুনিক বিষয়ের শিক্ষার সুযোগ সীমিত।

একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অবস্থান করেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, চিন্তার জগতে নানা পরিবর্তন এলেও মুসলিম নারী জাগরণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। লিঙ্গবৈষম্যের চিরাচরিত জড়তা এখনো মুসলিম নারী প্রগতির প্রধান অন্তরায়।

বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে হলে আমাদের এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে এবং নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নবম অধ্যায়

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি সংস্কার

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি সংস্কার বর্তমান যুগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। আজকের পৃথিবী এমন এক আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, বিশ্বায়ন ও তথ্য আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে । কিন্তু এই আধুনিকতার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কী? ইসলাম কি আধুনিকতার পরিপন্থী, নাকি এটি সময়ের দাবি পূরণে সক্ষম একটি চিরন্তন জীবনব্যবস্থা?

এই প্রশ্নটি শুধুই অ্যাকাডেমিক নয়, বরং মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি ও আত্মপরিচয়ের গভীরে প্রোথিত ।

৯.১ আধুনিকতা ও ইসলামের সম্পর্ক

ভ্রান্ত ধারণা দূর করা

নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু ধর্মীয় যুক্তি প্রচলিত আছে যেগুলো মূলত কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ভুল ব্যাখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করা এবং সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

প্রথমেই একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে, আধুনিকতা মানেই পশ্চিমা সংস্কৃতি নয়, আর ইসলাম মানেই অতীতের ছায়ায় বন্দি থাকা নয়।

আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা হলো, 'নারীর শিক্ষা ফেতনার কারণ'। ইসলামে ফেতনার কারণ হলো অশ্লীলতা, মিশ্র পরিবেশে অসদাচার, পর্দাহীনতা। শিক্ষা নিজে কোনো ফেতনার কারণ নয়। সঠিক ইসলামী পরিবেশে নারী শিক্ষা ফেতনার কারণ হতে পারে না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলাম এক সময় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। আব্বাসীয় যুগে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন, গণিত ও নৈতিকতার অগ্রদূত ছিল। তেমনি আজও ইসলাম সেই আলো বহন করতে পারে, যদি আমরা তার মূল চেতনাকে বুঝতে পারি।

৯.২ আধুনিকতার দুই রূপ

ধনাত্মক আধুনিকতা

ইসলাম আধুনিক প্রযুক্তির বিপরীতে নয়। ইসলাম আধুনিক প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা, ও সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে। ইসলাম এসব ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভারসাম্য রেখে পথ প্রদর্শন করতে চায়।

নেতিবাচক আধুনিকতা

অন্যদিকে ধর্মবিমুখতা, নৈতিক অবক্ষয়, উন্মুক্ত যৌনাচার, ভোগবাদিতা ও পারিবারিক বন্ধনের বিপর্যয়ের মত বিষয়গুলোকে যে আধুনিকতা বলে মনে করা হয়, ইসলাম এগুলোর বিরোধিতা করে। কারণ এগুলো মানবজীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় ।

৯.৩ মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সংস্কার

মুসলিম বিশ্বের মূল সঙ্কট শিক্ষার ক্ষেত্রে । অন্যান্য সমস্যার পেছনে রয়েছে এই সমস্যা। উপনিবেশবাদীরা যে শিক্ষাব্যবস্থা রেখে গেছে, তা মুসলিম সমাজের মূল সমস্যা। এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যার উৎস।

বর্তমান সমস্যা

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যা হলো:

সমস্যা	বিবরণ
অসুষ্ঠু পরিচালনা	মুসলিম বিশ্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না
অগতিশীলতা	মুসলিম বিশ্ব গতিশীল নয়
নেতৃত্বের ব্যর্থতা	মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব উম্মাহর মৌলিক সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি

এই দ্বন্দ্ব মুসলিম হৃদয়ে গভীর প্রশ্ন জাগিয়েছে ।

৯.৪ ইসলামি আধুনিকতা

ইসলামি আধুনিকতা হলো এমন এক জীবনবিধান, যা সময়ের পরিবর্তনে নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলে। এটাই হবে ইসলামি আধুনিকতা, যা শুধু মুসলিম বিশ্ব নয় গোটা মানবজাতির জন্য একটি বিকল্প ও পূর্ণাঙ্গ পথ হতে পারে।

ইসলামি আধুনিকতার মূল নীতিমালা:

নীতি	বিবরণ
শুদ্ধভাবে ইসলামের শিক্ষা বোঝা	ইসলামের মূল শিক্ষা সঠিকভাবে বোঝা
আধুনিক জ্ঞান গ্রহণ	আধুনিক জ্ঞানকে গ্রহণ করা
সমন্বয় গড়ে তোলা	দুয়ের মধ্যে এক মানবিক, মূল্যবোধভিত্তিক সমন্বয় গড়ে তোলা

৯.৫ নারী শিক্ষায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি সংস্কার

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু তবুও চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

চ্যালেঞ্জ	ইসলামি সমাধান
লিঙ্গবৈষম্য	ইসলামে নারী-পুরুষের সমান অধিকার
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি	পর্দা রক্ষা করে শিক্ষার ব্যবস্থা
নৈতিক অবক্ষয়	ইসলামি মূল্যবোধের সমন্বয়
অর্থনৈতিক বাধা	স্কলারশিপ ও আর্থিক সহায়তা

৯.৬ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

- **সঠিক বার্তা প্রচার**: ইসলামে নারী শিক্ষার সঠিক বার্তা প্রচার
- **পর্দা ও শিক্ষার সমন্বয়**: পর্দা রক্ষা করে শিক্ষার ব্যবস্থা তৈরি
- **মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা**: নৈতিকতা ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা
- **সমান অধিকার নিশ্চিত**: ইসলামি বিধান অনুযায়ী সমান অধিকার নিশ্চিত

৯.৭ ইসলামী সমাধান

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারী শিক্ষার বাধা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- **কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা প্রচার:** আলেম সমাজকে নারী শিক্ষার পক্ষে ইসলামী দলিল জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।
- **মাদ্রাসায় মেয়েদের শিক্ষা:** ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- **পরিবারকে সচেতন করা:** পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বোঝাতে হবে যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।
- **নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ:** মেয়েদের জন্য নিরাপদ ও পর্দামান্য শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- **ইসলামী রোল মডেল উপস্থাপন:** আয়েশা (রা.) সহ মহান নারী পণ্ডিতদের জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।
- **অর্থনৈতিক সহায়তা:** দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাকাত ও সদকার অর্থ ব্যবহার করা।

শিক্ষা সংস্কার

- ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন
- আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয়
- নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া
- চিন্তা-গবেষণার ব্যবস্থা তৈরি

সামাজিক সংস্কার

- সামাজিক সচেতনতা তৈরি
- কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দূর করা
- নারী জাগরণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা
- সুশিক্ষিত পরিবার গঠন

৯.৮ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

চ্যালেঞ্জ

- আধুনিকতা ও ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা
- পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব
- অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা
- অতিরিক্ত উদারবাদ

সম্ভাবনা

- আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার
- বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণ
- শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন
- নারী ক্ষমতায়ন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি সংস্কার পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরকে সম্পূরক । প্রথমেই একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে—আধুনিকতা মানেই পশ্চিমা সংস্কৃতি নয়, আর ইসলাম মানেই অতীতের ছায়ায় বন্দি থাকা নয় ।

ইসলাম এক সময় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, যেমন আব্বাসীয় যুগে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন, গণিত ও নৈতিকতার অগ্রদূত ছিল । তেমনি আজও ইসলাম সেই আলো বহন করতে পারে, যদি আমরা তার মূল চেতনাকে বুঝতে পারি ।

ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ যেমন জ্ঞানার্জন, চিন্তা-গবেষণা, ন্যায়বিচার, নারী ও পুরুষের মর্যাদা, দয়া, আন্তরিকতা ও মানবতা—এই সবকিছু আধুনিক বিশ্বেও গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক ।

শেষ কথা, ইসলাম ও আধুনিকতা পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয় । বরং ইসলাম এমন এক জীবনবিধান, যা সময়ের পরিবর্তনে নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলে । তাই প্রয়োজন শুদ্ধভাবে ইসলামের শিক্ষাকে বোঝা, আধুনিক জ্ঞানকে গ্রহণ করা এবং দুয়ের মধ্যে এক মানবিক, মূল্যবোধভিত্তিক সমন্বয় গড়ে তোলা ।

দশম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

১০.১ উপসংহার

এই গবেষণাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে ইসলাম নারী শিক্ষার পক্ষে কেবল অনুমতি হিসেবে নয়, বরং একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে। কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত থেকে শুরু করে মহানবীর (সা.) অসংখ্য হাদীস সব জায়গায়ই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়কেই দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগে নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শুরু করে ফাতিমা আল-ফিহরিয়্যা পর্যন্ত অগণিত নারী ইসলামী সভ্যতার নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এই ঐতিহ্য আজকের মুসলিম নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।

নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সামাজিক ও ধর্মীয় যুক্তিগুলো দেওয়া হয় সেগুলো মূলত কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এই বৈষম্য সমর্থন করে না।

বাংলাদেশে মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে এখনো অনেক পথ বাকি। ইসলামী মূল্যবোধকে সামনে রেখে, কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে প্রচার করে নারী শিক্ষার এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"

— সূরা আর-রা'দ: ১১

এই আয়াত মুসলিম উম্মার জন্য একটি বিপ্লবী বার্তা দেয়। নারী শিক্ষায় বিনিয়োগ করা মানে সমাজের অর্ধেক মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই পরিবর্তন কেবল পার্থিব উন্নয়নের জন্য নয়, ইসলামী দায়িত্ব পালনের জন্যও অপরিহার্য।

১০.২ সুপারিশসমূহ

এই গবেষণার আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে:

ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য

- জুমার খুতবায় নিয়মিত নারী শিক্ষার পক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল উপস্থাপন করা।
- মাদ্রাসায় মেয়েদের জন্য আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বিত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা।
- নারী আলিম তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

সরকারের জন্য

- মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা।
- বাল্যবিবাহ রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা।
- গ্রামীণ মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্কুল পরিবেশ নিশ্চিত করা।

পরিবারের জন্য

- মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করাকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা।
- ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে শিক্ষার সুযোগে কোনো বৈষম্য না রাখা।
- শিক্ষিত নারীকে বিয়ে দিতে সামাজিক বাধা দূর করা।

গবেষক ও পণ্ডিতদের জন্য

- বাংলা ভাষায় নারী শিক্ষা বিষয়ক ইসলামী গবেষণাকর্ম প্রকাশ করা।
- মুসলিম নারী পণ্ডিতদের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করা।
- নারী শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম শুরু থেকেই নারীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে। এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর ভাষায়, 'জ্ঞান অর্জন করো মৃত্যু পর্যন্ত'। এই নির্দেশ নারীর জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মুসলিম নারীরা যদি কুরআন-হাদীসের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও দক্ষ হন, তাহলে তারা শুধু নিজের নয়, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্যও একটি মহামূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠবেন।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

1. পবিত্র কুরআনুল কারীম। তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)।
2. মুসলিম বাংলা ওয়েবসাইট (https://muslimbangla.com)
3. সহীহ আল-বুখারী। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (মৃ. ৮৭০ খ্রি.)।
4. সহীহ মুসলিম। ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (মৃ. ৮৭৫ খ্রি.)।
5. সুনানে আবু দাউদ। ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী (মৃ. ৮৮৯ খ্রি.)।
6. জামে' আত-তিরমিযী। ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ আত-তিরমিযী (মৃ. ৮৭৯ খ্রি.)।
7. সুনানে ইবনে মাজাহ। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (মৃ. ৮৮৭ খ্রি.)।
8. সুনানে আন-নাসাঈ। ইমাম আহমাদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ (মৃ. ৯১৫ খ্রি.)।
9. মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.)।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

1. ইসলামে নারীর মর্যাদা। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
2. কুরআনে নারী। মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।
3. হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষা। ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
4. ইসলামে নারী শিক্ষার অধিকার। মুফতী ইজহারুল ইসলাম।
5. মুসলিম নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার। আব্দুস শাকুর।

জার্নাল নিবন্ধ ও প্রতিবেদন

1. Ahmed, L. (1992). 'Early Islam and the Position of Women.' Journal of Women's Studies.
2. Ali, K. (2006). 'Muslims and Modernity: Introduction to Issues and Debates.' Journal of Islamic Studies.
3. UNICEF Bangladesh (2023). 'Girls' Education in Bangladesh: Progress and Challenges.'
4. Islamic Development Bank (2021). 'Women's Education in OIC Countries: Status and Challenges.'
5. Zaman, M. Q. (2012). 'Islamic Education and its Critics.' Journal of Middle East Studies.
6. Shaikh, S. (2004). 'Knowledge, Women and Gender in the Hadith.' Islam and Christian–Muslim Relations.